আখিরাতের ভাবনা

03-October-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْئٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ অর্থাৎ নিশ্চয় দোয়া জমিন এবং আসমানের মধ্যখানে আটকে থাকে এবং এর থেকে কোন জিনিষই উপরের দিকে যেতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আপন **নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরূদ শরীফ পাঠ করে নিবে না। **(তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, ২/২৮, হাদীস নং-৪৮৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

✲ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✲ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✲ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত

করবো। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✻ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ✻ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ✻ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ✻ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে দুনিয়া হলো আমলের স্থান এবং আখিরাত হলো প্রতিদানের দিন, এখানে যারা যেমন আমল করবে আখিরাতে তেমনই প্রতিদান সে পাবে, নিঃসন্দেহে সৌভার্গবান তারাই, যারা দুনিয়ায় অবস্থান করে আখিরাতের প্রস্তুতিতে লিপ্ত থাকে এবং আখিরাতের জন্য নেক আমলের উপহার নিয়ে যায়। আসুন! আজকের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমরা আখিরাতের ভাবনা সম্পর্কে উপদেশ এবং শিক্ষামুলক ঘটনাবলী, বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ভাবনাকে জাগ্রতকারী বাণীসমূহ শ্রবণ করি। আসুন! প্রথমেই একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবন করি।

আখিরাতের ভাবনা কেউ কাঁদে না

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"উয়ুনুল হিকায়াত"** প্রথম খন্ডের ১৩৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: হযরত ইয়াযীদ বিন ছালত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি আমার এক আবিদ ও যাহিদ বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বসরা গেলাম। যখন তাঁর ঘরে পৌঁছলাম দেখলাম যে, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং অধিক রোগের কারণে প্রায় মরণাপন্ন অবস্থা। সন্তান, স্ত্রী ও মাতাপিতা পাশে দাড়িয়ে কান্না করছিলো এবং সবার চোখে-মুখে হতাশা বিরাজ করছিলো। আমি গিয়ে সালাম করলাম আর জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি এখন কিরূপ অনুভব করছেন? একথা শুনে আমার বন্ধু

বলতে লাগলো: এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে যেনো আমার দেহের ভেতরে পিঁপড়া আনা-গোনা করছে। তখনি তাঁর পিতা কান্না শুরু করলো তখন আমার বন্ধু জিজ্ঞাসা করলো: হে আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান! আপনি কেনো কান্না করছেন? পিতা বললো: হে আমার কলিজার টুকরা! তোমার বিদায়ের দুঃখ আমাকে কান্না করাচ্ছে, তোমার মৃত্যুর পর আমাদের কী অবস্থা হবে? অতঃপর তাঁর মা, স্ত্রী ও সন্তানরাও কান্না করতে লাগলো। আমার বন্ধু তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করলো: হে আমার দয়ালূ আম্মাজান! আপনিই কেনো কাঁদছেন? মা উত্তরে বললো: হে আমার নয়নের মণি! আমাকে তোমার বিরহের বেদনাই কাঁদাচ্ছে, আমি তোমাকে ছাড়া কীভাবে থাকবো। তারপর তাঁর স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করলো: কোন বিষয়টি তোমাকে কাঁদাচ্ছে? সে বললো: হে আমার মাথার মুকুট! আপনাকে ছাড়া আমার জীবন বৃথা হয়ে যাবে, বিদায়ের কষ্ট আমার মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে, আপনাকে ছাড়া আমার কি দশা হবে? তারপর তাঁর কান্নারত সন্তানদের কাছে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: হে আমার সন্তানেরা! তোমরা কান্না করছো কেন? সন্তানেরা বললো: আপনার মৃত্যুর পর আমরা এতিম হয়ে যাবো, আমাদের মাথার উপর থেকে পিতার ছায়া উঠে যাবে, আপনার পর আমাদের কি অবস্থা হবে? আপনার বিদায়ের শোক আমাদেরকে কান্না করাচ্ছে।

তাদের সবার কথা শুনে আমার বন্ধুটি বললো: আমাকে বসাও। যখন তাঁকে বসানো হলো তখন পরিবার পরিজনদের উদ্দেশ্যে বললো: তোমরা সবাই দুনিয়ার জন্যই কান্না করছো। তোমাদের মধ্যে সবাই আমার জন্য নয়; বরং আপন আপন সুযোগ-সুবিধা শেষ হয়ে যাওয়ার কারণেই কান্না করছো, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি রয়েছো, যে এই কারণেই কান্না করছো যে, মৃত্যুর পর কবরে আমার কী অবস্থা হবে, অচিরেই আমাকে ভয়ানক অন্ধকার সংকীর্ণ কবরে দিয়ে আসা হবে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এই কারণে কান্না করছো যে, মৃত্যুর পর আমাকে মুনকির-নকীরের মুখোমুখি হতে হবে? তোমদের মধ্যে কেউও আমার পরকালিন কষ্টের কারণে কাঁদোনি বরং প্রতেক্যেই নিজের দুনিয়ার জন্যই কাঁদছো, অতঃপর একটি চিৎকার দিলেন এবং সেই সাথে তাঁর ওফাত হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনায় এই আবিদ ও যাহিদ ব্যক্তি তাঁর পরিবারের পাশপাশি আমাদেরকেও আখিরাতের চিন্তা করার কিরূপ সুন্দর মন-মানসিকতা প্রদান করেছেন। আসলেই আমাদের এটা ভাবা উচিৎ যে, দুনিয়াবী নেয়ামত শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তো অনেক কাঁদে, কেউ কি মন্দ আমলের কারণে জান্নাতের নেয়ামত না পাওয়া এবং দোযখের যন্ত্রণাদায়ক আযাবের অধিকারী হওয়ার ভয়েও কেঁদেছে? দুনিয়াবী নেয়ামত অর্জনের জন্য তো আমরা অনেক চেষ্টা করি, কখনো কি জান্নাতের নেয়ামত পাওয়ার জন্য নফসের বিরোধীতা করে নেক আমলের জন্যও চেষ্টা করেছি? দুনিয়ায় যদি কেউ আমাদের পরীক্ষা নেয় তবে আমাদের ঘাম ছুটে যায়, উত্তর জানা থাকার পরও ঘাবড়ানোর কারণে উত্তর ভুলে যাই, কখনো কি কবর ও হাশরের পরীক্ষার ভয়েও কেঁপে উঠেছি বা কখনো কি এই পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার মানসিকতা তৈরী হয়েছে? **মনে রাখবেন!** এই দুনিয়া এবং এর সকল নেয়ামত অস্থায়ী। সুতরাং দুনিয়ার এই অস্থায়ী সুযোগ সুবিধা এবং নেয়ামতের স্বাদ গ্রহন করার পাশাপাশি এই বিষয়টিও মনে গেঁথে রাখা উচিৎ যে, আখিরাতে এই সব নেয়ামতের হিসাবও দিতে হবে। শুধুমাত্র পানাহার বা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিষের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে না বরং আমল সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং আমাদের প্রত্যেক আমলের হিসবে দিতে হবে। সুতরাং যেকোন কাজ করার পূর্বে মুহুর্তের জন্য ভেবে নেয়া আবশ্যক যে, আমি যে কাজ করার ইচ্ছা করছি, এতে আখিরাতের উপকারীতা আছে কি নাই, কেননা অহেতুক কাজ করার কারণে আখিরাতে আমাকে গ্রেফতার করা হতে পারে।

মনে রাখবেন! কিয়ামতের দিন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে, যা দ্বারা লোকে বিনা দ্বিধায় রাতদিন অসংখ্য গুনাহ করে থাকে। যেমন চোখ লোকেরা এর দ্বারা **আল্লাহ পাকে**র অবাধ্যতার অনেক কাজ করে। কুদৃষ্টি দেয়, সিনেমা নাটক দেখে, অশ্লীল দৃশ্য থেকে স্বাদ নেয় ইত্যাদি। অনুরূপভাবে অনেকের কানও হারাম শুনতে ব্যস্ত থাকে, এভাবে যে, লোকেরা রাতে গান বাজনা, অহেতুক এবং অশ্লীল শ্লোক, গীবত, চুগলী এবং কারো দোষ ত্রুটি শ্রবন করার ন্যায় গুনাহ করে থাকে। অনুরূপভাবে অনেকের অন্তর মন্দ খেয়াল, বিদ্বেষ ও ক্ষোভ, হিংসা ইত্যাদির ন্যায় বাতেনী রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান সেই, যে

আখিরাতের হিসাব নিকাশের প্রতি ভীত হয়ে নিজের অঙ্গকে গুনাহ থেকে বাচাঁতে সফল হয়ে যায়, অন্যথায় কিয়ামতের দিন যখন এই অঙ্গ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তখন আমাদের নিকট এর কোন উত্তর থাকবে না। **আল্লাহ পাক** কোরআনে করীমের **১৫**তম পারায় সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৬নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۶﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয়- এসব গুলোর ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

বর্ণনাকৃত আয়াতে করীমার আলোকে তাফসীরে কুরতুবীতে রয়েছে: এর মধ্যে প্রত্যেকটি থেকে তার ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, সুতরাং অন্তর থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, এর মাধ্যমে কি ভেবেছিলো এবং কি ধারনা রাখা হয়েছিলো আর চোখ এবং কান থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার মাধ্যমে কি দেখেছে এবং কি শুনেছে। **(তাফসীরে করতুবী, ২০/১৩৯)**

আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলুসী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াত এই বিষয়ের প্রমাণ যে, মানুষের অন্তরের কাজের কারণেও তার পাকড়াও হবে, যেমন কোন গুনাহের দৃঢ় ইচ্ছা করে নেয়া বা অন্তরের বিভিন্ন রোগ যেমন; ক্ষোভ, হিংসা এবং নিজেকে উত্তম মনে করা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে যাওয়া, তবে হ্যাঁ! ওলামারা এই বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, অন্তরে কোন গুনাহ সম্পর্কে শুধুমাত্র খেয়াল আসাতে এবং যদি তা করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ না করে তবে পাকড়াও হবে না।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী, ১৫/৯৭)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অন্তরের মন্দ ইচ্ছা বা মন্দ আকীদার জন্য পাকড়াও হবে, তবে হ্যাঁ! যে ভাবনা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে অন্তরে এসে যায়, তা ক্ষমাযোগ্য। তিনি আরো বলেন: এই জাহেরী ও বাতেরী অঙ্গ সম্পর্কে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন হবে যে, তুমি তা দ্বারা নাজায়িয কাজ তো করাওনি? তাই তা দ্বারা জায়িয কাজই করাও, এই প্রশ্নাবলী **রাব্বে করীমে**র জানার জন্য নয় বরং অপরাধীদের অপরাধ স্বীকার করানোর জন্যই হবে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান, ৪৫৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যেকোন বিষয়ে কোন না কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, আমাদের পরিধান করার জন্য কাপড় থাকে, লেখার জন্য কলম থাকে, থাকার জন্য ঘর থাকে, হাতে বাধা ঘড়ি থাকে, সবকিছুরই কোন না কোন উদ্দেশ্য রয়েছে এবং প্রতিটি জিনিসই তার নিজস্ব উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে, একটু ভাবুন তো! যদি বিশ্বভ্রম্মান্ডের প্রতিটি জিনিষ নিজের মাঝে কোন না কোন উদ্দেশ্য নিহিত রাখে তবে কি মানুষকে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে? মানুষের জন্ম কি বিনা কারণে হয়েছে? নয়! কখনোই নয়! মানুষকে এই দুনিয়ায় অযথা সৃষ্টি করা হয়নি, যেমনটি ১৮ পারার সূরা মুমিনুনের ১১৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۱۵﴾

(পারা ১৮, সূরা মুমিনুন, আয়াত ১১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে তোমরা কি একথা মনে করছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে না?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! কোরআনে করীমের এই আয়াতে করীমা থেকে জানা যাচ্ছে যে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে, যার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই উদ্দেশ্যের নির্দেশনা দিতে গিয়ে ২৭তম পারার সূরা যারিয়াতের ৫৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি জ্বিন ও মানবকে এই জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমার ইবাদত করবে।

বর্ণনাকৃত আয়াত দ্বারা জানা গেলো! মানুষ এবং জ্বিনকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি বরং তাদের সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য হলো **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

দুনিয়ার পরীক্ষা এবং আখিরাতের পরীক্ষা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দুনিয়া আখিরাতে শষ্যক্ষেত্র, দুনিয়ায় কৃত প্রতিটি আমল আখিরাতের জন্য অনেক গুরুত্ব বহণ করে,

আখিরাতকে সজ্জিত করতে অনেক প্রয়োজন যে, উত্তম আমল করা। নিজের আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ **আল্লাহ**র ইবাদতের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে তবেই আখিরাতকে সজ্জিত করা খুবই সহজ হয়ে যাবে। একটু ভাবুন! মাদরাসা, জামেয়া এবং স্কুল ও কলেজের যখন পরীক্ষা হয় তখন দেখা যায় যে শিক্ষার্থী পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করে থাকে, খাওয়ার কথা মনে থাকে না, পান করার হুঁশ থাকে না, এরূপ প্রতিটি প্রশ্ন যা আসার সামান্য সম্ভাবনাও থাকে, তা বিশেষ ভাবে শিখা হয়, তাদের ব্যাস একটিই ধ্যান থাকে যে, পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে, কেননা তারা জানে যে, সন্তান পরীক্ষায় পাশ হলেই তো ভবিষ্যতে গিয়ে সফল জীবন অতিবাহিত করবে, একটু ভাবুন তো! যদি দুনিয়ার জন্য আমরা এবং আমাদের সন্তান এতই মগ্ন হয়ে যাই, তবে আখিরাতের পরীক্ষার জন্য তো দুনিয়ার পরীক্ষার চেয়েও বেশি পরিশ্রম করা উচিৎ, ভাবুন! কখনো কি আখিরাতের পরীক্ষার কথাও ভেবেছি? কখনো কি আখিরাতের পরীক্ষার প্রস্তুতির চিন্তাও এসেছে? কখনো কি আখিরাতের পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্যও আমরা অস্থির হয়েছি? **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে অধিকহারে আখিরাতের চিন্তা করার সৌভাগ্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অনন্য নিন্দা!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! উদাসীনতা যেমনিভাবে অসংখ্য কষ্ট ও বিপদ ডেকে আনে, তেমনিভাবে এই উদাসীনতার রোগ মানুষকে আখিরাতের ভাবনা থেকেও দূরে করে দেয়, উদাসীনতায় অতিবাহিত হওয়া জীবন মানুষকে ধ্বংস করে দেয়, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এই মানসিকতা ছিলো যে, তাঁদের কোন মুহূর্তই উদাসীনতায় অতিবাহিত হতো না বরং প্রতিটি মুহূর্ত নেকী এবং **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি মূলক কাজে অতিবাহিত হতো এবং এই মনিষীরা উত্তম জীবন অতিবাহিত করে এবং নেক আমল করেও এই বিষয়ে ভীত থাকতেন যে, তাঁদের এই আমল উদাসীনতায় পর্যবসিত হলো না তো।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, হযরত শায়খ আবু আলী দাক্কাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একজন বুযুর্গকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে

গেলাম, আমি তাঁর চারপাশে তাঁর শাগরেদদের বসে থাকতে দেখলাম, সেই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাঁদছিলেন, আমি আরয করলাম: ইয়া শায়খ: আপনি কি দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার কারণে কাঁদছেন? বললেন: না বরং নামায কাযা হওয়ার কারণে কাঁদছি। আমি বললাম: আপনি ইবাদতকারী ব্যক্তি ছিলেন, অতঃপর নামায কিভাবে কাযা হলো? তিনি বললেন: আমি প্রতিটি সিজদা উদাসীনতার সহিত করেছি এবং প্রতিটি সিজদা থেকে উদাসীনতার সহিত উঠিয়েছি আর এখন উদাসীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছি। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শুধুমাত্র দাবী করা বেকার!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দারা প্রতি মুহূর্তে **আল্লাহকে** স্মরণ করেন এবং প্রতিটি মুহূর্ত আখিরাতের চিন্তায় মগ্ন থাকার পরও নিজের ইবাদতকে কোনরূপ গন্য করতেন না বরং **আল্লাহ পাকের** অমুখাপেক্ষিতার প্রতি ভীত হয়ে কান্নাকাটি করতেন, কিন্তু আহ! আমরা উদাসীনদের অবস্থা এমন যে, একে তো নেকীই করি না এবং যদি কোন নেকীর কাজ করেও নিই তবে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের নেকীর ঘোষনা করবো না স্বস্তি আসে না। **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দারা গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার পরও সর্বদা এই ভয়ে কম্পমান থাকতেন এবং অশ্রু বিসর্জন করতেন, কিন্তু আমরা দিনরাত অজস্র গুনাহে লিপ্ত থাকার পরও একটুও ভীত হইনা এবং ভাব এমন দেখাই যে, যেনো আমাদের চেয়ে বেশি নেনকার আর কেউই নেই। হযরত শফীক বলখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: লোক তিনটি বিষয় শুধু মুখে বলে থাকে কিন্তু আমল করে এর বিপরীত: (১) বলে: আমি **আল্লাহ পাকের** বান্দা কিন্তু কাজ গোলামের মত নয় বরং মুক্তদের মতে নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী করে। (২) বলে: **আল্লাহই** আমাকে রিযিক দেন কিন্তু তার অন্তর দুনিয়া এবং দুনিয়ার সম্পদ জমা করা ছাড়া শান্তি পায় না আর তা তার স্বীকারোক্তির পরিপূর্ণ বিপরীত। (৩) বলে: অবশেষে আমাকে মরতে হবে কিন্তু কাজকর্ম এমন করে, যেনো তাকে কখনোই মরতে হবে না। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্তমানে আসলেই আমাদের অবস্থা এরূপ হয়ে যাচ্ছে যে, আমরা দুনিয়ার কাজকর্মের জন্য তো অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু আখিরাতের প্রতি উদাসীন থাকি, নতুন নতুন ফ্যাশন করি কিন্তু আমরা এটা ভুলে যাই যে, একদিন আমাদের মরতেও হবে এবং এই হাস্যোজ্জল দুনিয়াকে ছেড়ে খালি হাতে এখান থেকে যেতে হবে। আমাদের মধ্যে কারো জানা নেই যে, আমাদের মৃত্যু কখন আসবে? এই রাত আমাদের জীবনের শেষ রাত নয়তো? আমাদের নিকট তো এর গ্যারান্টি নেই যে, একটির পর আরেকটি নিশ্বাস নিতে পারবো কিনা? সম্ভবত যে নিশ্বাস আমরা নিচ্ছি, তা শেষ নিশ্বাস, আরেকটি নিশ্বাস নেয়ার সুযোগই আসবে না। প্রতিটি দিন আমরা এই সংবাদ শুনি যে, অমুক ইসলামী বোন একেবারে সুস্থ্য সবল ছিলো, তার তেমন কোন রোগও ছিলো না কিন্তু হঠাৎ হার্টফেল হলো এবং দেখতে দেখতেই হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হয়ে অন্ধকার কবরে চলে গেলো। আসুন! নিজেকে উদাসিনতা থেকে জাগ্রত করার জন্য দু'টি শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করি এবং গুনাহ থেকে তাওবা করে আখিরাতের প্রস্তুতিতে লিপ্ত হয়ে যাই।

(১) বন্যায় ডুবে গেলো

বর্ণিত আছে: একব্যক্তি বন্যা কবলিত স্থানে ঘর বানিয়ে রাখলো। যখন তাকে বলা হলো যে, এটা খুবই বিপদজনক স্থান, এখান থেকে সরে যাও। তখন সে বললো: আমি জানি, এই স্থানটি বিপদজনক কিন্তু এর সৌন্দর্য আমাকে আশ্চার্য করেছে। তাকে বলা হলো: সকল উজ্জল্য এবং সৌন্দয্য জীবনের সাথেই সম্পর্কীত, সুতরাং নিজের প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করো, নিজেকে বিপদে নিক্ষেপ করো না। সে বললো: আমি এই স্থান কখনোই ছাড়বো না। অতঃপর এক রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় বন্যা এলো, আর এভাবেই বন্যার পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করে নিলো।

(উয়ুনুল হিকায়াত, ৪৪৬ পৃষ্ঠা)

(২) বিবাহের আশা মাটিতে মিশে গেলো

ফয়সালাবাদের মেডিক্যাল কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র তার বন্ধুর সাথে পিকনিকে গেলো। পিকনিক পয়েন্টে পৌঁছে তার বন্ধু নদীতে সাঁতার কাটতে নেমে গেলো কিন্তু ডুবতে লাগলো। ভবিষ্যতের ডাক্তার তাকে বাঁচানোর জন্য আবেগাপ্লুত

হয়ে পানিতে লাফ দিলো কিন্তু সে সাঁতার জানতো না, সুতরাং নিজেও ফেঁসে গেলো। ভাগ্যের কথা যে, তার বন্ধু কোনভাবে আসতে সফল হলো কিন্তু আফসোস! ভবিষ্যতের ডাক্তার বেচারা ডুবে গেলো এবং মৃত্যুর ঘাট পার হয়ে গেল। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেলো, মা-বাবার বার্ধক্যের শেষ সম্বল পানির তরঙ্গের মাঝে বিলীন হয়ে গেলো, পিতা-মাতা সোনালী স্বপ্ন বাস্তবায়ন হলো না আর ঐ বেচারা মেধাবী শিক্ষার্থী M.B.B.S এর ফাইনাল পরীক্ষার ফল হাতে আসার পূর্বেই কবরের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! উদাসিনতার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যান, আখিরাতের ভাবনা সৃষ্টি করুন এবং মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিন। যদি আমরা আখিরাতের ভাবনার প্রতি উদাসিন থেকে এভাবে দুনিয়ার উজ্জলতায় মত্ত থাকি এবং হঠাৎ কোন ভয়ঙ্কর রোগে বা দূর্ঘটনার শিকার হয়ে গেছি অথবা হঠাৎ আমাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং আমরা মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে যাই তবে আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না, নিজের মন ও মনন থেকে এই ধারনা বের করে দিন যে, এখনো তো আমার বয়সই বা কত হয়েছে? এখনো তো দীর্ঘ জীবন পরে আছে, বৃদ্ধাকলেই নেকী করে নিবো। **মনে রাখবেন!** মৃত্যু শুধুমাত্র বৃদ্ধ বা রোগের কারণেই আসে না বরং সুস্থ্য সবল হাস্যোজ্জল যুবকও হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হয়ে অন্ধকার কবরে চলে যায়। এই দুনিয়ার বৈশিষ্ট একটি রাস্তার ন্যায়, যা অতিক্রম করার পরই গন্তব্যে পৌঁছা যায়, আর এই গন্তব্য জান্নাত নাকি দোযখ! সেটা নির্ভর করবে এর কর্মের উপর যে, আমরা এই সফর কিভাবে অতিক্রম করলাম! **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত হয়ে নাকি অবাধ্য হয়ে? আফসোস তার জন্য, যে দুনিয়ার রঙ তামাশা দেখার পরও এর প্রতারণায় লিপ্ত থাকে এবং মৃত্যুর প্রতি একেবারেই উদাসিন হয়ে যায়। **মনে রাখবেন!** যে ব্যক্তি দুনিয়াবী নেয়ামতের প্রতি আসক্ত হয়, সে নিজের আখিরাতের ব্যাপারে উদাসিনতার শিকার হয়ে যায়, উদাসিনতা বান্দাকে গুনাহে ভাসিয়ে দেয়, উদাসিনতা বান্দাকে নেকী থেকে দূরে করে দেয়, উদাসিনতা **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টির কারণ, **আল্লাহ পাক**

আমাদের দুনিয়ায় অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন, আলিশান অট্টালিকা এবং এর সুযোগ সুবিধা নেয়ামত, পিতামাতার জন্য সন্তানও নেয়ামত, কিন্তু **মনে রাখবেন!** যেকোন দুনিয়াবী নেয়ামতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি লিপ্ত হওয়া উদাসিনতা এবং ক্ষতির কারণ হতে পারে। ২৮তম পারার সূরা মুনাফিকুনের ৯ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ, না তোমাদের সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই যেন তোমাদেরকে **আল্লাহ**র স্মরণ থেকে উদাসীন না করে; এবং যে কেউ তেমন করে, তবে ওই সমস্ত লোক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকায় ঈমানদারদেরকে উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে যে, হে ঈমানদারগণ! মুনাফিকদের ন্যায় যেনো তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান তোমাদেরকে **আল্লাহ পাকে**র যিকির থেকে উদাসিন করে না দেয় এবং যে এরূপ করবে যে, দুনিয়ায় লিপ্ত হয়ে দ্বীনকে ভুলে যাবে, সম্পদের ভালবাসায় নিজের অবস্থার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না এবং সন্তানের খুশির জন্য আখিরাতের প্রশান্তির প্রতি উদাসিন থাকবে তবে এরূপ লোকই ক্ষতির সম্মুখীন, কেননা সে একদিন ধ্বংস হয়ে যাওয়া দুনিয়ার জন্য আখিরাতের স্থায়ী ঘরের নেয়ামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলো না। **(তাফসিরে খাযিন, আল মুনাফিকুন, ৯নং আয়াতের পাদটিকা। মাদারিক, আল মুনাফিকুন, ৯নং আয়াতের পাদটিকা)**

আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমানে মুসলমানদের আমলের অবস্থা খুবই খারাপ হতে চলেছে। অনেকে নিজের বাড়ি সজ্জিত করণে তো পানির ন্যায় টাকা খরচ করে কিন্তু **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করা থেকে পালিয়ে বেড়ায়, এমনকি অনেকে ফরয হওয়ার পরও যাকাত আদায় করে না, সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পন্থা তো অবলম্বন করা হয় কিন্তু নেকী বৃদ্ধির ব্যাপারে অলসতা প্রদর্শন করে। **মনে রাখবেন!** এখনো সময় আছে উদাসিনতা থেকে জাগ্রত হয়ে দ্রুত তাওবা করে নিন, এমন যেনো না হয় যে, মৃত্যু হঠাৎ আলোয় ঝলমল করা কক্ষের নরম বিছানা থেকে উঠিয়ে কীট পতঙ্গে ভরা অন্ধকার কবরে শুইয়ে দিলো আর চিৎকার করতে থাকবেন

যে, হে মালিক! আমাকে আবারো দুনিয়ায় পাঠিয়ে দাও, সেখানে গিয়ে তোমার ইবাদত করবো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবো ইত্যাদি। কিন্তু তখন এই চিৎকার চেঁচামেচিতে কোন উপকার হবে না। সুতরাং বিজ্ঞতা এতেই যে, নিজের জীবনকে শরীয়ত অনুযায়ী অতিবাহিত করুন, প্রতিটি ছোট বড় গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকবেনএবং অপরকেও বাঁচাতে থাকবেন, নিজেও নেকী করবেন এবং অপরকেও নেকীর উৎসাহ প্রদান করতে থাকবেন, আখিরাতের প্রেরনা বৃদ্ধির জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজে অংশগ্রহন করতে থাকুন এবং নিজের এলাকায় এই মাদানী কাজের সারা জাগাতে থাকুন।

বুদ্ধিমান কে ....?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিশ্চয় বুদ্ধিমান সেই, যে মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে নেয়, সৌভাগ্যবান সেই, যে আখিরাতে কাজে আসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি নিজের সাথে নিয়ে নেয়। **মনে রাখবেন!** দুনিয়াবী জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। ✲ আমাদের প্রতিটি নিশ্বাস আমাদেরকে মৃত্যুর নিকটবর্তী করছে, ✲ আমাদের প্রতিটি নিশ্বাস আমাদের দুনিয়াবী জীবনতে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ✲ আমাদের প্রতিটি নিশ্বাস আমাদেরকে কবরের গর্তের নিকটবর্তী করছে, ✲ আমাদের প্রতিটি নিশ্বাস আমাদে কে মৃত্যুর ফিরিশতার সাথে সাক্ষাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ✲ আমাদের প্রতিটি নিশ্বাস আমাদেরকে আখিরাতের প্রস্তুতির মানসিকতা প্রদান করছে, ✲ আমাদের প্রতিটি নিশ্বাস আমাদেরকে আখিরাতের পথে নিয়ে যাওয়ার ওসীলা হচ্ছে। যখনই এই নিশ্বাসের মালা ছিঁড়ে যাবে, আমাদের আমলের এই ধারাবাহিকতাও বন্ধ হয়ে যাবে, অতঃপর আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না, এতটুকুও সময় দেয়া হবে না যে, একবার "سُبْحٰنَ اللّٰہ!" বলে নিজের নেকী বৃদ্ধি করার। তাই দুনিয়ায় পাওয়া এই জীবনকে গনিমত মনে করে নেকী করে নিন এবং আখিরাতকে উন্নততর বানানোর চেষ্টায় লেগে যান।

যুগের ইমাম, সাধারণ পোশাকে!

বর্ণিত আছে: হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার মক্কা শরীফে গিয়েছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাহ্যিক শান শওকতের প্রতি উদাসিন ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই সাধারণ এবং নগন্য পোশাক পরিধান করেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান তুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরয করলেন: আপনার নিকট এটা ছাড়া কি অন্য কোন পোশাক নেই। আপনি যুগের ইমাম এবং জাতির পথপ্রদর্শক, হাজারো লোক আপনার মুরীদ। হযরত ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: এরূপ ব্যক্তির পোশাক কেন দেখছেন, যে দুনিয়ায় একজন মুসাফিরের ন্যায় থাকে এবং যে এই বিশ্ব ভ্রম্মান্ডের রঙ তামাশাকে অস্থায়ী এবং সাময়িক মনে করে। যেখানে **বিশ্ব ভ্রম্মান্ডের আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দুনিয়ায় মুসাফিরের ন্যায় ছিলেন এবং কোন সম্পদ জমা করেননি তো এই বিষয়ে আমার কি মূল্য। (ইহইয়ায়ে উলুম, ১/১৯)

আকীকার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **"উদাসীনতা"** থেকে আকীকার কয়েকটি সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করছি। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সন্তান আপন আকীকার ব্যাপারে বন্ধক। সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে প্রাণী জবেহ করবে, তার নাম রাখবে এবং মাথা মুণ্ডন করবে।" (জামে তিরমিযী, ৩/১৭৭, হাদীস নং- ১৫২৭) ✯ বন্ধকের উদ্দেশ্য হলো; যতক্ষণ পর্যন্ত আকীকা করা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তান থেকে পূর্ণ উপকার অর্জিত হবে না আর কতিপয় মুহাদ্দিসগণ বলেন: সন্তানের নিরাপত্তা, তার লালন-পালন এবং তার মধ্যে উত্তম গুণাবলী হওয়া আকীকার সাথে সম্পৃক্ত। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৫৪) ✯ সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার শুকরিয়া আদায় স্বরূপ যে প্রাণী জবেহ করা হয়, তাকে আকীকা বলে। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৫৫) ✯ ছেলে সন্তানের আকীকায় দু'টি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের আকীকায় একটি ছাগী জবেহ করবে অর্থাৎ ছেলের ক্ষেত্রে ছাগল আর কন্যার ক্ষেত্রে ছাগী হওয়াটা ভালো আর ছেলের আকীকায় দু'টি ছাগী ও কন্যার আকীকায় ছাগল হওয়াতে কোন সমস্যা নেই। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৫৭) ✯ কুরবানীর পশু উট, গরু,

ইত্যাদির মধ্যে আকীকার অংশ দেওয়া যাবে। ✯ আকীকা ফরয কিংবা ওয়াজিব নয়, শুধুমাত্র প্রিয় সুন্নাত। (যদি সামর্থ্য থাকে অবশ্যই করবে, না করলে গুনাহগার হবে না, তবে আকীকার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।) ✯ সন্তান যদি সপ্তম দিনের পূর্বেই মারা যায়, তবে তার আকীকা না করার কোন প্রভাব শিশুর সুপারিশ (শাফায়াত) ইত্যাদিতে পড়বে না। যেহেতু আকীকার সময় আসার পূর্বেই মারা গিয়েছে। তবে হ্যাঁ! যে সন্তান আকীকার সময় পেয়েছে অর্থাৎ সপ্তম দিনের হয়েছে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনা কারণে তার আকীকা করেনি, তার জন্য এটা এসেছে: সে আপন মা-বাবার জন্য সুপারিশ করবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৯৬) ✯ জন্মের সপ্তম দিন আকীকা করা সুন্নাত আর এটাই উত্তম। নতুবা চৌদ্দতম দিন অথবা একুশতম দিনে। (প্রাগুক্ত, ৫৮৬ পৃষ্ঠা) ✯ আকীকার প্রাণীর মধ্যে ঐ সকল শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে, যা কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আকীকার পশুর মাংস ফকীর, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে কাঁচা বন্টন করা যাবে অথবা রান্না করেও দেওয়া যাবে, কিংবা মেজবানী হিসাবে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো যাবে। এ সকল পদ্ধতি বৈধ। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৫৭) ✯ যদি সপ্তম দিনে করতে না পারে, তবে যখন সামর্থ্য সুযোগ হয় করতে পারবে, সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৫৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد